গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)- বাংলা

১. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. ৮টি খ. ১০টি
গ. ১১টি ঘ. ৩২টি **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ রয়েছে ১০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে ৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার মোট বর্ণ ৮টি। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ ১টি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)।
- পূর্ণ মাত্রার মোট বর্ণ ৩২টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ আছে ৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।

২. ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে– *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. বর্ণ খ. বাক্য
গ. শব্দ ঘ. ধ্বনি **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে।
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। বর্ণকে ভাষার ইট বলা হয়।
- এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। বাক্যের মূল উপাদান বা মূল উপকরণ হলো শব্দ।
- যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে। ভাষার বৃহত্তম একক হলো বাক্য। বাক্যকে ভাষার ছাদ বলা হয়।

৩. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. সাহেব খ. সঙ্গী
গ. বেয়াই ঘ. কবিরাজ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ হলো কবিরাজ।
- লিঙ্গান্তর হয় না এমন পুরুষবাচক শব্দকে নিত্য পুরুষবাচক শব্দ বলা হয়। যেমন– যোদ্ধা, পুরোহিত, কেরানী, ঢাকী, পীর, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, কৃতদার প্রভৃতি।
- নিত্য স্ত্রীবাচক কয়েকটি শব্দ হলো: সতীন, সপত্নী, সধবা, সৎমা, ডাইনি, কুলটা, এয়ো, দাই, বিধবা, অসূর্যস্পর্শ্যা, অরক্ষণীয়া, পরী প্রভৃতি।
- অপরদিকে, 'সাহেব' এর স্ত্রী লিঙ্গ হলো 'বিবি', 'বেয়াই', এর স্ত্রীলিঙ্গ 'বেয়াইন' এবং 'সঙ্গী' এর স্ত্রী বাচক শব্দ হলো সঙ্গিনী।

৪. 'আইন' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. আরবি খ. ফারসি
গ. উর্দু ঘ. সংস্কৃতি **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আইন' শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে।
- ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় আগত আরো কিছু শব্দ হলো: কারখানা, দোকান, দরবার, বাদশাহ, বান্দা, জবানবন্দি, তোশক, চশমা, দস্তখত, নালিশ, রফতানি, আমদানি, নমুনা প্রভৃতি।
- বাংলায় ব্যবহৃত কয়েকটি আরবি শব্দ হলো: আদালত, উকিল, এজলাস, কলম, কানুন, গায়েব, বাকি, নগদ, রায়, তারিখ, কিতাব প্রভৃতি।
- বাংলায় ব্যবহৃত কিছু সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ হলো: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, বৃক্ষ, ধর্ম, মনুষ্য, ব্যাকরণ, চরণ, তৃণ প্রভৃতি।

৫. Phonology এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. Phone সংক্রান্ত বিদ্যা খ. দর্শনতত্ত্ব
গ. ভাষাতত্ত্ব ঘ. ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Phonology এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো ধ্বনিবিজ্ঞান।
- 'ভাষাতত্ত্ব' এর ইংরেজি পরিভাষা হলো 'Philology'.
- 'দর্শনতত্ত্ব' ইংরেজি অনুবাদ হলো Philosophical Doctrine.

৬. 'ষোড়শ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. ষড় + শ খ. ষোড় + শ
গ. ষোড়্ + অশ ঘ. ষট্ + দশ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ষোড়শ' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো: ষট্ + দশ। এটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি।
- নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির কিছু উদাহরণ হলো: তৎ + কর = তস্কর, গো + পদ = গোষ্পদ, মনস + ঈষা = মনীষা, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত, দিব + লোক = দ্যুলোক, পর্ + পর = পরস্পর প্রভৃতি।

৭. নিম্নের কোন বাক্যটি সঠিক? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. আমার কতাই প্রমান হলো
খ. আমার কথাই প্রমাণ হলো
গ. আমার কথাই প্রমাণিত হলো
ঘ. আমার কথাই প্রমানীতি হলো **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বাক্য হলো: 'আমার কথাই প্রমাণিত হলো'।

- প্রথম বাক্যে (ক) 'কতাই' বানানটি ভুল। এর শুদ্ধরূপ হলো 'কথাই' এবং প্রমাণ এর স্থলে প্রমাণিত হবে।
- দ্বিতীয় বাক্যে (খ) 'প্রমাণ' শব্দের স্থলে প্রমাণিত হবে।
- চতুর্থ বাক্যে (ঘ) প্রমাণিত বানানটি ভুল দেওয়া আছে।

৮. শুদ্ধ বানান কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. মুহুর্মুহ খ. মুহর্মুহু
গ. মুহুর্মুহু ঘ. মুহূর্মুহু **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বানান হলো মুহুর্মুহু।
- বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন করে।
- এই নিয়ম অনুযায়ী 'উ' এবং 'ঊ' কার যুক্ত কিছু শব্দ হলো: ঊর্মি, ঊর্ধ্ব, কৌতূহল, দূরীভূত, দূষণীয়, মূর্ধন্য, শুশ্রুষা, মরুভূমি, সমূহ প্রভৃতি।

৯. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. বীরবল খ. ভীমরুল
গ. অনিলা দেবী ঘ. যাযাবর **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম হলো অনিলা দেবী।
- তিনি এই ছদ্ম নামে 'নারীর মূল্য' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। অনিলা দেবী তাঁর বড় বোনের নাম।
- তিনি বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথা শিল্পী হিসেবে পরিচিত।
- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে: 'বড় দিদি' (প্রথম উপন্যাস) 'বিরাজ বৌ', 'শ্রীকান্ত' (আত্মজৈবনিক উপন্যাস), 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী', (রাজনৈতিক উপন্যাস), 'শেষের পরিচয়' (শেষ উপন্যাস) প্রভৃতি।
- অপরদিকে বীরবল হলো প্রমথ চৌধুরী এবং যাযাবর হলো বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

১০. নিচের কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. আদায়-কাঁচকলায় খ. দা-কুমড়া
গ. রুই-কাতলা ঘ. অহি-নকুল **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আদায়-কাঁচকলায়, দা-কুমড়া এবং অহি-নকুল বাগধারাগুলো সমার্থক। এগুলো অর্থ হলো চরম শত্রুতা।
- এগুলোর বিপরীতার্থক বাগধারা হলো: সোনায় সোহাগা, মনিকাঞ্চন যোগ প্রভৃতি। এগুলোর অর্থ হলো উপযুক্ত মিলন।
- অপরদিকে, রুই-কাতলা বাগধারাটির অর্থ হলো ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বা নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি।
- এর সমার্থক বাগধারা হলো 'রাঘব বোয়াল'।
- এর বিপরীতার্থক বাগধারা হলো চুনোপুটি। যার অর্থ হলো সামান্য লোক।

১১. 'টাকায় সবই হয়' এখানে 'টাকায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. কর্মে দ্বিতীয়া খ. সম্প্রদানে সপ্তমী
গ. অপাদানে সপ্তমী ঘ. করণে সপ্তমী **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কর্তা যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে করণ কারক বলে। যেমন: টাকায় সবই হয়।
- এখানে টাকায় বলতে টাকা দ্বারা বা টাকা দিয়ে বোঝায়। টাকাকে সহায় করে ক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে তাই এটি করণ কারক।
- এ, য়, তে প্রভৃতি সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ, টাকা এর সাথে সপ্তমী বিভক্তি 'য়' যুক্ত কয়ে 'টাকায়' গঠিত হয়েছে। তাই এটি সপ্তমী বিভক্তি।
- করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির আরো কিছু উদাহরণ হলো: অর্থে অনর্থ ঘটে, অধিক শোকে পাথর, আলোয় আঁধার কাটিয়া যায়, নতুন ধান্যে হবে নবান্ন, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় প্রভৃতি।

১২. 'সংশয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. বিস্ময় খ. নির্ভর
গ. দ্বিধা ঘ. প্রত্যয় **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংশয় এর বিপরীত শব্দ হলো প্রত্যয়।
- সংশয় শব্দের অর্থ হলো সন্দেহ, দ্বিধা, অবিশ্বাস, ভয় ইত্যাদি।
- প্রত্যয় অর্থ বিশ্বাস, নিশ্চয়তা প্রভৃতি।
- অপরদিক বিস্ময় এর বিপরীত শব্দ হলো প্রত্যয়।
- নির্ভয় এর বিপরীত শব্দ হলো ভয়।

১৩. 'রাজা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]*

ক. নরেন্দ্র খ. জমিদার
গ. মহেন্দ্র ঘ. সফেদ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'রাজা' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো নরেন্দ্র।
- 'রাজা' শব্দের আরো কয়েকটি সমার্থক শব্দ হলো: নরেশ, ভূপতি, মহীপাল, নৃপেন্দ্র, নরপতি, বাদশা, নৃপ, অধিরাজ, ভূপাল প্রভৃতি।
- জমিদার অর্থ হলো ভূস্বামী বা জমির মালিক মহেন্দ্র বলতে দেবরাজ ইন্দ্র বা বিষ্ণু কে বোঝায়।
- 'সফেদ' এর সমার্থক শব্দ হলো: সাদা, শুভ্র, শুচি, শুক্ল, শ্বেত, সিত, বিশদ, গৌর, ধবল প্রভৃতি।

iddabari your success benchmark

১৪. **'পতঞ্জলি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?**

[গ্রামীণ ব্যাংক (প্রবেশনারী অফিসার)-২০২৩]

ক. পতৎ + অঞ্জলি খ. পত + অঞ্জলি

গ. পতন + জলি ঘ. পতনজ্ + লি **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পতঞ্জলি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো: পতৎ + অঞ্জলি।
- এটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ।
- নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির আরো কিছু উদাহরণ হলো: বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, মনস্ + ঈষা = মনীষা, পর + পর = পরস্পর, দিব + লোক = দ্যুলোক, এক + দশ = একাদশ, প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত, ষট্ + দশ = ষোড়শ, তৎ + কর = তস্কর, গো + পদ = গোষ্পদ প্রভৃতি।

ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট/উচ্চমান সহকারী)- বাংলা

১. **'কৌশলে কার্যোদ্ধার' কোনটির অর্থ?**

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. গাছে তুলে মই কাড়া

খ. এক ঢিলে দুই পাখি মারা

গ. ধরি মাছ না ছুই পানি

ঘ. আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কৌশলে কার্যোদ্ধার' বাগধারাটির অর্থ ধরি মাছ না ছুই পানি।
- 'গাছে তুলে মই কাড়া' বাগধারাটির অর্থ সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা।
- 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা' বাগধারাটির অর্থ এক প্রচেষ্টায় উভয় উদ্দেশ্য সাধন করা।
- 'আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া' বাগধারাটির অর্থ দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারার অর্থ দেয়া হলো–
  - * খন্ড প্রলয় – তুমুল কাণ্ড
  - * কাছা ঢিলা – অসাবধান
  - * ডাকাবুকো – দুরন্ত
  - * তামার বিষ – অর্থের কুপ্রভাব
  - * ধামাধরা – তোষামোদকারী

২. **সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?**

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. রুপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব

গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. পদক্রম **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সকল ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত চারটি বিষয় আলোচিত হয়। যথা–

শাখা	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)	ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী, ধ্বনির উচ্চারণ স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল, বর্ণমালা, বাগযন্ত্র, বাগযন্ত্রের উচ্চারণ প্রক্রিয়া, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, সন্ধি বা ধ্বনি সংযোগ।
রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব (Morphology)	শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত, শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণ প্রক্রিয়া, পারিভাষিক শব্দ, লিঙ্গ, বচন, পদাশ্রিত নির্দেশক, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ ও অনুসর্গ, ধাতু, পদ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ক্রিয়াবিশেষণ), অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ামূল ও পুরুষ।
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)	বাক্য ও বাক্যবিন্যাস, বাক্য রূপান্তর, উক্তি, বাচ্য ও বিরাম চিহ্ন, কারক, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ।
অর্থতত্ত্ব (Semantics)	শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড় ও বাগধারা।

৩. **'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?**

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. অনিল খ. গিরি

গ. পাথার ঘ. আকাশ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ পাথার, অর্ণব, জলধি, উদধি, পারাবার ইত্যাদি।
- 'অনিল' শব্দের সমার্থক শব্দ বাত, বায়ু, মরুৎ, মারুত, সমীরণ ইত্যাদি।
- 'গিরি' শব্দের সমার্থক শব্দ পর্বত, পাহাড়, হিমালয় ইত্যাদি।
- 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ অন্তরীক্ষ, অম্বর, অভ্র, আসমান, গগন ইত্যাদি।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ দেওয়া হলো–

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ
কোকিল	পরভৃত, পিক, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, অন্যপুষ্ট ইত্যাদি।

iddabari your success benchmark

নদী	তটিনী, সরিৎ, শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, স্রোতস্বিনী ইত্যাদি।
বৃক্ষ	গাছ, পাদপ, তরু, শাখী, বিটপী ইত্যাদি।

৪. 'একাদশে বৃহস্পতি' এর অর্থ কী?
[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. ভাগ্যের কথা খ. সৌভাগ্যের বিষয়
গ. মজা পাওয়া ঘ. আনন্দের বিষয় **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- 'একাদশে বৃহস্পতি' বাগধারাটির অর্থ সৌভাগ্যের বিষয়।
- ভাগ্য সম্পর্কিত কিছু বাগধারা দেয়া হল—
  * ভাগ্যের দোহাই দেওয়া = কপালে হাত দেওয়া
  * কপাল ফেরা = সৌভাগ্য লাভ
  * অদৃষ্টের পরিহাস = ভাগ্যের বিড়ম্বনা
  * ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা = কঠিন পরীক্ষা

৫. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে?
[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. নাম পদ খ. উপপদ
গ. উপমিত ঘ. প্রাতিপদিক **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- নামপদের যেই অংশকে আর বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, তাকেই প্রাতিপাদিক বলে। যেমন– হাত, এই নাম শব্দের সঙ্গে কোনো বিভক্তি নেই।
- যে পদ দ্বারা নাম বুঝায়, তাকে নামপদ বলে। যেমন– রহিম, করিম, সুমন ইত্যাদি।
- যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে উপপদ বলে। যেমন– ছাপোষা, পকেটমার, পঙ্কজ ইত্যাদি।
- উপমিত শব্দের বাংলা অর্থ উপমা, সাদৃশ্য, তুলনা। যার সাথে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। যেমন– অরুণের ন্যায় রাঙ্গা = অরুণরাঙ্গা।

৬. 'নাবিক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ-
[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. নৌ + ইক খ. ন + ইক
গ. নয় + উকা ঘ. নবো + ইক **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- 'নাবিক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ নৌ + ইক।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি বিচ্ছেদ দেওয়া হলো–
  * ভাবুক = ভৌ + উক
  * প্রত্যেক = প্রতি + এক
  * সংবাদ = সম্ + বাদ
  * উল্লাস = উৎ + লাস
  * নিষ্কর = নিঃ + কর

৭. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ।' -এই বাক্যে 'কী' এর অর্থ-*[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. কর খ. বিরক্তি
গ. রাগ ঘ. বিপদ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যের ভাব বুঝেই 'কী' এর অর্থ নিরূপণ করতে হবে।
- সুতরাং এর অর্থ 'ভয়' 'রাগ' বা 'বিপদ' নয়, অবশ্যই 'বিরক্তি' হবে।
- নিচে কিছু বাক্যের উদাহরণ দেয়া হলো–
  * তুমি না সেদিন আবৃত্তি করেছিলে? – 'নিশ্চয়তা' অর্থে।
  * তাকেও আসতে বলেছি।– 'স্বীকৃতি জ্ঞাপন' অর্থে।
  * আকাশ শুধু নীল আর নীল।– 'তুলনা' অর্থে।
  * হাসি দিয়ে ঘরটিকে ভরিয়ে রাখতো সে।– 'অনুসর্গ' অর্থে।

৮. বাংলা ভাষার কালক্রম বিভাজন–
[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. ৩ টি খ. ৪ টি
গ. ২ টি ঘ. ৫ টি **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ==

৯. 'রত্নবতী' উপন্যাসের রচয়িতা কে?*[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. আলাওল খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. রামনারায়ন তর্করত্ন **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- রত্নবতী (১৮৬৯) এটি মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাস।
- মীর মশাররফ হোসেনের রচিত প্রথম উপন্যাস।
- মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম "গাজী মিয়াঁ"।
- মহাকবি আলাওল রচিত গ্রন্থ "পদ্মাবতী"।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য "মেঘনাদবধ কাব্য" রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- রাম নারায়ণ তর্করত্নের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নাটক হলো 'কুলীনকুলসর্বস্ব'।

১০. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে?
[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. ফারসি ভাষা থেকে খ. হিন্দি ভাষা থেকে
গ. উর্দু ভাষা থেকে ঘ. আরবি ভাষা থেকে **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন-নতুন অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে।

- আরবি উপসর্গ হলো– আম্, খাস, লা, গর।
- ফারসি উপসর্গ হলো– কার, দর, না, নিম, ফি, বদ্, বে, বর্, ব্, কম্।
- উর্দু-হিন্দি উপসর্গ হলো– হর।
- উপসর্গের কাজ নতুন শব্দ গঠন।

১১. বাক্যের তিনটি গুণ কী কী?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. আসত্তি, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা
খ. আকাঙ্ক্ষা, বিধেয়, ক্রিয়া
গ. আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা
ঘ. যোগ্যতা, ক্রিয়া, আসক্তি **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা–
- আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিস্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তাই আকাঙ্ক্ষা। যেমন– চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে.....। এটি অসম্পূর্ণ বাক্য। এখানে আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে' এটি বললে আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে।
- আসত্তি: বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন– স্কুলে আমি খেয়ে যাবো ভাত। এ বাক্যে পদগুলো সঠিকভাবে বিন্যস্ত না হওয়ায় বক্তার মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু 'আমি ভাত খেয়ে স্কুলো যাবো' বললে বক্তার মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।
- যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন– বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এটি একটি যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে'- এটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

১২. 'সিংহাসন' শব্দটি কোন সমাস?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ. নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী ঘ. নিত্য সমাস **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমন– সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা ইত্যাদি।
- পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। যেমন– বিশ্বের কবি = বিশ্বকবি ইত্যাদি।
- যে সমাসে সমস্যমান দরকার হয় না, তাকে বলে নিত্য সমাস, যেমন– অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর ইত্যাদি।

১৩. 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি'- কার উক্তি? *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. রামনিধি গুপ্ত
গ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঘ. কালী প্রসন্ন ঘোষ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৮৬১ সালে সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
- সদ্ভাবশতক (১৮৬১) তাঁর নীতিকথা বিষয়ক কাব্য।
- ভারতচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত পংক্তি– 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'
- রামনিধি গুপ্ত বিখ্যাত কবিতা 'স্বদেশী ভাষা'–
  "নানান দেশের নানান ভাষা
  বিনে স্বদেশী ভাষা।"
- কালী প্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত কবিতা 'পারিব না'–
  'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর
  কেন পারিবে না তাহা ভাব এক বার।'

১৪. 'বালতি' শব্দটি- *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. পর্তুগিজ খ. ইংরেজি
গ. ফারসি ঘ. হিন্দী **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বালতি' পর্তুগিজ শব্দ।
- এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে,তাকে শব্দ বলে।
- পর্তুগিজ: আতা, জানালা, তামাক, বোতল, চাবি ইত্যাদি।
- ইংরেজি: ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, পেন্সিল, লাইব্রেরি ইত্যাদি।
- ফারসি: আইন, আস্তানা, গোলাপ, দোকান, মৌসুমি ইত্যাদি।
- হিন্দি: কাহিনী, খানাপিনা, টহল, পানি, মা ইত্যাদি।

১৫. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. ড, ঢ খ. চ, ছ
গ. ব, ভ ঘ. দ, ধ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না বা কেঁপে উঠে না এবং আওয়াজ গাম্ভীর্য আসে না সেসব ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে।
- বাংলা বর্ণমালার প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি।
- যথা– (ক, খ), (চ, ছ), (ট, ঠ), (ত, থ), (প, ফ), (শ, স, ষ) ইত্যাদি।
- ড, ঢ – ঘোষ ধ্বনি
- ব, ভ – ঘোষ ধ্বনি
- দ, ধ – ঘোষ ধ্বনি

iddabari your success benchmark

১৬. 'গুরুচন্ডালী দোষ' বলতে বোঝায়-

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. সাধু ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ

খ. সাধু ও চন্ডালের ভাষা

গ. বিদেশি ও দেশি ভাষার মিশ্রণ

ঘ. সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধু ও চলিত ভাষার ত্রুটিপূর্ণ মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলে।
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা বাংলা ভাষারই দুটো রীতি।
- এক রীতির সাথে অন্য রীতি মিলিয়ে ফেললে ভাষা অসুন্দর হয়, ভাষারীতিতে ত্রুটি ঘটে, উভয়রীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান।
- তাই একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অসংগত ও অশুদ্ধ।
- যেমন– যদি লিখি 'আমি শব পোড়াতে গিয়াছিলাম তাহলে ভুল হবে, কেননা, 'শব' সাধু রীতির শব্দ, গিয়াছিলাম ও তাই, অথচ 'পোড়াতে' চলিত ভাষার রূপ। তাই লেখা উচিত 'আমি শব দাহ করিতে গিয়াছিলাম' (সাধু ভাষা), কিংবা 'আমি মড়া পোড়াইতে গিয়াছিলাম' (সাধু ভাষা) কিংবা 'আমি মড়া পোড়াতে গিয়েছিলাম' (চলিত ভাষা)।

১৭. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. নিখুঁত খ. আনমনা

গ. অবহেলা ঘ. নিমরাজী **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'নিম' হলো বিদেশি (ফারসি) উপসর্গ। 'নিম' ব্যবহৃত হয় অর্ধ অর্থে। 'নিমরাজি' শব্দের অর্থ অর্ধসম্মত।
- ফারসি উপসর্গ: ফি, বদ, বে, বর, কম ইত্যাদি।
- নিখুঁত শব্দটির অর্থ দোষহীন। 'নি' উপসর্গটি নাই/ নেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'নি' বাংলা উপসর্গ।
- বাংলা উপসর্গ মোট একুশ (২১) টি: অঘা, অজ, অনা, আড়, আন ইত্যাদি।
- 'আন' উপসর্গটি না অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'আনমনা' শব্দের অর্থ উদাসীন। 'আন' বাংলা উপসর্গ।
- 'অব' হীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'অব' শব্দটি তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ।
- তৎসম উপসর্গ মোট বিশ (২০) টি। তৎসম উপসর্গ: প্রা, অপ, সম, অনু, অব ইত্যাদি।

১৮. গুরুচন্ডালী দোষমুক্ত কোনটি?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. শবদাহ খ. মড়াদাহ

গ. শবমড়া ঘ. শবপোড়া **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধু ও চলিত ভাষার ত্রুটিপূর্ণ মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলে।
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা বাংলা ভাষারই দুটো রীতি।
- এক রীতির সাথে অন্য রীতি মিলিয়ে ফেললে ভাষা অসুন্দর হয়, ভাষারীতিতে ত্রুটি ঘটে, উভয়রীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান।
- তাই একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অসংগত ও অশুদ্ধ।
- মড়াদহ, শবমড়া, শবপোড়া এগুলো গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত। শব মানে মরা, দাহ মানে পোড়নো, তাই সঠিক উত্তর শবদাহ।

১৯. 'ক্ষুধার্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ-

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. ক্ষুধা + ঋত খ. ক্ষুধ + আর্ত

গ. ক্ষুধা + রত ঘ. ক্ষু + ধার্ত **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ক্ষুর্ধাত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ক্ষুধা + ঋত।
- অ-কার কিংবা আ-কারের পরে ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–
  - * শীতার্ত = শীত + ঋত
  - * তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
  - * অধমর্ণ = অধম + ঋণ
  - * উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
  - * রাজর্ষি = রাজা + ঋষি

২০. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২

গ. ১৭৬২ ঘ. ১৭৬০ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- তিনি ১৭১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ভুরসুট পরগণার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
- আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি এবং বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার ও সর্বোপরি 'মধ্যযুগের সর্বশেষ' কবি।
- তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং বাংলা কাব্যে ছন্দ ও ধ্বনি ব্যঞ্জনার এক নতুন রীতির প্রবর্তক।
- তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের জন্য মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র তাকে 'গুণাকর' (সকল গুণের আধার) উপাধি দেন।

- তিনি প্রথম কাব্য 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মাধ্যমে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

২১. বর্ণ হচ্ছে- *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ. একত্রে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ. ধ্বনির শ্রুতিরুপ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনির লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। যেমন– অ, আ, ক, খ।
- একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে।
- বাংলা ভাষায় বর্ণ দুই প্রকার। যথা– স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
- বাংলা বর্ণমালায় ব্যবহৃত মোট বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

২২. 'পূর্বে ছিল এখন নেই' এক কথায় কী হয়?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. অভূতপূর্ব খ. অচিন্ত্যপূর্ব
গ. ভূতপূর্ব ঘ. অদৃষ্টপূর্ব **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পূর্বে ছিল এখন নেই' এর এক কথায় প্রকাশ হবে ভূতপূর্ব।
- অভূতপূর্ব = যা পূর্বে কখনো হয়নি।
- অচিন্ত্যপূর্ব = যা পূর্বে চিন্তা করা যায়নি।
- অদৃষ্টপূর্ব = যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ দেওয়া হলো–
  - অশ্রুতপূর্ব = যা পূর্বে শোনা যায়নি।
  - অনাস্বাদিতপূর্ব = যা পূর্বে কখনো আস্বাদিত হয় নাই।
  - অশ্রুতপূর্ব = যা পূর্বে শোনা যায়নি।

২৩. টা, টি, খানা- ইত্যাদি কী?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. প্রকৃতি খ. বিভক্তি
গ. পদাশ্রিত নির্দেশক ঘ. অব্যয় **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব অব্যয় বা প্রত্যয় শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা প্রকাশ করে, তাকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলে।
- বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।
- টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক একবচন প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন– টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি ইত্যাদি।
- শব্দ বা ক্রিয়ার মূল প্রকৃতি।
- কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে।
- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় বা মিল সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন– ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে ছাদ (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + শূন্য বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), চাঁদ (চাঁদ + শূন্য বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।
- ন ব্যয় = অব্যয়। সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো-কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

২৪. কোন বানানটি শুদ্ধ?

[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. বিভিষীকা খ. বীভিষিকা
গ. বীভিষীকা ঘ. বিভীষিকা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বিভীষিকা' বানানটি শুদ্ধ।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বানান দেয়া হলো– পুরস্কার, উপর্যুক্ত, দুরবস্থা, দীনতা, ধ্যানধারণা।

২৫. 'বচন অর্থ'– *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. গণনার ধারণা খ. ক্রমের ধারণা
গ. সংখ্যার ধারণা ঘ. পরিমাপের ধারণা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।
- ব্যাকরণের বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।
- বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার। যথা– একবচন ও বহুবচন।
- কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়।
- একবচনের উদাহরণ– টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি।
- বহুবচনের উদাহরণ– রা, এরা, গুলা, গুলি, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি ইত্যাদি।

২৬. 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম'- এটি কোন জাতীয় বাক্য? *[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]*

ক. মৌলিক বাক্য খ. মিশ্র বাক্য
গ. সরল বাক্য ঘ. যৌগিক বাক্য **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটির বাক্য বলে।
- যে-সে, যারা-তারা, যিনি-তিনি, যা-তা প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যদিও-তবুও, যেহেতু-সেহেতু, যত-তত, যেটুকু-সেটুকু, যেমন-তেমন, যখন-তখন

প্রভৃতি সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যখন অধীন বাক্যগুলো যুক্ত তাকে জটিল বাক্যে।

- যে শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বা সিদ্ধ শব্দ বলে। যেমন– 'জল' শব্দটিকে ভাঙলে পাবো জ্ + অ + ল্ + অ অথবা জ + ল।
- যে বাক্যে একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– রহিম বিশ্ববিদ্যালয় যায় যায়।
- পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন– তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি।

২৭. 'একাত্তরের বর্ণমালা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
[ডাক বিভাগ (জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী)-২০২২]

ক. আব্দুল গাফফার চৌধুরী
খ. এম.আর আখতার মুকুল
গ. শাহরিয়ার কবির
ঘ. মুনতাসির মামুন **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এম.আর আখতার মুকুল একজন মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্রের পরিচালক, লেখক ও কথক।
- তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলার ইতিহাস ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'একাত্তরের বর্ণমালা'য় গ্রোথিত করেছেন।
- আবদুল গাফফার চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এর রচয়িতা।
- শাহরিয়ার কবির ১৯৯৫ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।
- মুনতাসির মামুন বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)- বাংলা

১. 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? *[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. সিকান্দার আবু জাফর
খ. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।
- সওগাত ছিল একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। এটি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- সওগাত পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ লেখালেখি করতেন।
- কাজী নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা করে 'আঙুর' পত্রিকা।
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান।

২. 'পাখির ডাক' কথাটি এক কথায় প্রকাশ করলে হবে-
[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. কেকা খ. কূজন
গ. ঝংকার ঘ. বৃংহিত **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পাখির ডাক' এককথায় প্রকাশ- কূজন।
- কেকা = ময়ূরের ডাক।
- বৃংহিত = হাতির ডাক।
- ঝংকার = বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি।
- ডাক ও ধ্বনি বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ–
  * কুকুরের ডাক- বুক্কন
  * রাজহাঁসের ডাক- ক্রেঙ্কার
  * অশ্বের ডাক- হ্রেষা
  * অলংকারের ধ্বনি- শিঞ্জন
  * গম্ভীর ধ্বনি- মন্দ্র
  * অব্যক্ত মধুর ধ্বনি- কলতান

৩. 'শিখন্ডী' শব্দের অর্থ কী? *[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. কবুতর খ. কোকিল
গ. খরগোশ ঘ. ময়ূর **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শিখন্ডী' শব্দের অর্থ "ময়ূর"।

- ময়ূরের অন্যান্য সমার্থক শব্দ- কেকা, কলাপী, শিখী, শিখন্ডক, বর্হী।
- কবুতর এর সমার্থক শব্দ- কপোত, পায়রা, পারাবত, নোটন, লোটন।
- কোকিল এর সমার্থক শব্দ- পরভৃত, পিক, মধুবন, কাকপুষ্ঠ, পরপুষ্ট, অন্যপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত।
- খরগোশের সমার্থক শব্দ- শশ, শশক, খরা।

৪. **'হুলিয়া' কবিতা কে লিখেছেন?***[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. আসাদ চৌধুরী খ. আবুল হাসান
গ. ত্রিদিব দস্তিদার ঘ. নির্মলেন্দু গুণ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'হুলিয়া' কবিতাটি লিখেছেন নির্মলেন্দু গুণ। এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত।
- কবিতাটি তার 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যের অন্তর্ভূক্ত।
- কবিতাটিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।
- তার আরেকটি বিখ্যাত কবিতা "স্বাধীনতা-এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো"।
- তার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ- বাংলার মাটি বাংলার জল, চাষাভূষার কাব্য, শিয়রে বাংলাদেশ, মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা।
- আবুল হাসানের কাব্য- রাজা যায় রাজা আসে, পৃথক পালঙ্ক।
- আসাদ চৌধুরীর কবিতাগ্রন্থ- আমার কবিতা, তবক দেওয়া পানি, ঘরে ফেরা সোজা নয়।

৫. **নিচের কোনটি 'মেঘ' শব্দের সমার্থক শব্দ?**
[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. জলজ খ. ক্ষণপ্রভা
গ. কুরচি ঘ. জলদ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মেঘ এর সমার্থক শব্দ জলদ।
- মেঘ এর অন্যান্য সমার্থক শব্দ- অভ্র, জলধর, বারিদ, নীরদ, জীমূত, বলাহক, তোয়দ, পয়োদ, কাদম্বিনী।
- ক্ষণপ্রভা- এর সমার্থক শব্দ- তড়িৎ, বিদ্যুৎ, শম্পা, বিজলী, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা।
- জলজ এর সমার্থক শব্দ- পদ্ম, পঙ্কজ, রাজীব, উপল, কমল, কুমুদ, শতদল, অরবিন্দ, পুষ্কর, সরোজ।
- কুরচি হলো এক ধরনের গাছ। কিন্তু 'কুরসি' এর সমার্থক হলো কেদারা, আসন, চেয়ার।

৬. **'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম?***[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. দীনবন্ধু মিত্র
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই ছদ্মনামে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় 'ভানুসিংহের পদাবলি' রচনা করেন।
- রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি ছদ্মনাম- অকপট চন্দ্র ভাস্কর, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, নবীন কিশোর শর্মন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি- কবিগুরু, বিশ্বকবি।
- প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর।
- দীনবন্ধু মিত্রের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল 'গন্ধর্ব নারায়ন'।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন খ্যাতিমান ভারতীয় বাঙালি চিত্রশিল্পী, নন্দনতাত্ত্বিক এবং লেখক।

৭. **নিচের কোন গ্রন্থ ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়?**
[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. অগ্নিবীণা খ. নীলদর্পণ
গ. মেঘনাদবধ কাব্য ঘ. দুর্গেশনন্দিনী **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঢাকার 'বাংলা প্রেস' থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ'।
- 'নীলদর্পণ' একটি নাটক। এর রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। নাটকটির পটভূমি নীলকরদের অত্যাচার।
- নাটকটির ঘটনা, রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রথম মঞ্চায়ন সবই বাংলাদেশে বলে একে 'বাংলাদেশে নাটক' বলা হয়।
- এই নাটকের অভিনয় দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন।
- নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'অগ্নিবীণা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১২টি কবিতা রয়েছে। এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা- বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস, আনন্দময়ীর আগমনে।
- 'মেঘনাদবধ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক মহাকাব্য। এর রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মহাকাব্যটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

iddabari your success benchmark

- 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এটি ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত। এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮. **'সংযোজন' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো-**
[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. সময+অনু খ. সৎ+জন
গ. সম+যোজন ঘ. সং+যোজন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- 'ম' এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে 'ম' স্থলে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন-
  * সম + যোজন = সংযোজন
  * সম + যম = সংযম
  * সম + লাপ = সংলাপ
  * সম + বাদ = সংবাদ
  * সম + সার = সংসার
  * সম্ + শয় = সংশয়
  * সম + হার = সংহার
- ব্যতিক্রম- সম + রাট = সম্রাট

৯. **বর্ণ হলো ধ্বনির-***[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. লিখিত রূপ খ. উচ্চারিত রূপ
গ. ভাবরূপ ঘ. অনূদিত রূপ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- ধ্বনির লিখিত রূপই হলো বর্ণ। বর্ণকে ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নও বলা হয়।
- বাংলা বর্ণ দুই প্রকার। যথা- স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ।
- বাংলা স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি

১০. **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?**
[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. মনীষি খ. মনীষী
গ. মনিষি ঘ. মনিষী **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- শুদ্ধ বানানটি হলো মনীষী। শব্দটির অর্থ বুদ্ধিমান, বিদ্বান বা পন্ডিত ব্যক্তি।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বানান- মুমূর্ষু, কর্নেল, দিবারাত্র, সমীচীন, গীতাঞ্জলি, মুহুর্মুহ, অহঃরহ, মনঃকষ্ট, শিরশ্ছেদ, চাণক্য, সরকারি, লাবণ্য, নির্নিমেষ ইত্যাদি।

১১. **কোন বাগধারাটির অর্থ 'কপট'?***[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. মেনিমুখো খ. ভিজে বিড়াল
গ. ভূষন্ডির কাক ঘ. ভালুক জ্বর **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- ভিজে বিড়াল বাগধারাটির অর্থ কপাট।
- বকধার্মিক, বিড়াল তপস্বী বাগধারা অর্থও কপট।
- 'মেনিমুখো' বাগধারা অর্থ লাজুক।
- 'ভূষন্ডির কাক' বাগধারা অর্থ দীর্ঘায়ুব্যক্তি।
- 'ভাল্লুক জ্বর' বাগধারার অর্থ ক্ষণস্থায়ী জ্বর।
- ব্যক্তিক্রম-কাক ভূষন্ডি = সম্পূর্ণ ভেজা।

১২. **কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ?**
[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. রিক্তের বেদন খ. যুগবাণী
গ. চিত্তনামা ঘ. সঞ্চিতা **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ হলো 'রিক্তের বেদন'।
- গল্পগ্রন্থটি ১৯২৫ সালে সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়। 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রথম গল্প 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।
- এই গ্রন্থের গল্পগুলো প্রেম প্রধান। যেমন- রিক্তের বেদন, মেহের-নেগার, সাঁঝের তারা, স্বামীহারা, দূরন্ত পথিক।
- তার অন্যান্য বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- ব্যথার দান, শিউলিমালা।
- 'যুগবাণী' কাজী নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ। তার এই গ্রন্থটি প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ।
- 'চিত্তনামা' তার রচিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনীভিত্তিক একটি কাব্যগ্রন্থ।
- 'সঞ্চিতা' তার রচিত একটি সংকলিত কাব্যগ্রন্থ। তিনি এই কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।

১৩. **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। উদ্ধৃত পঙক্তিটি কোন কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে?***[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. চন্ডীমঙ্গল কাব্য
খ. মনসামঙ্গল কাব্য
গ. অন্নদামঙ্গল কাব্য
ঘ. কালিকামঙ্গল কাব্য **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" বিখ্যাত উক্তিটি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র ঈশ্বরী পাটনীর।
- এ কাব্যের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি- "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়"?, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন", "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ"।
- অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তি, "হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়"।

১৪. বর্গের কোন কোন বর্ণ মহাপ্রাণ ধ্বনির দৃষ্টান্ত?

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. তৃতীয় বর্ণ
খ. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
ঘ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো-

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Unaspirated)	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(১) মহাপ্রাণ (Unaspirated)	(১) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

১৫. 'জোছনা ও জননীর গল্প' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. জাহানারা ইমাম
গ. হুমায়ূন আহমেদ ঘ. নীলিমা ইব্রাহীম **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'জোছনা ও জননীর গল্প' গ্রন্থের রচয়িতা হুমায়ুন আহমেদ।
- উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।
- উপন্যাসটি ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়।
- তার রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্য উপন্যাস হলো- আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়।
- তার রচিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলো- নন্দিত নরকে, কোথাও কেউ নেই, শঙ্গনীল কারাগার, দেয়াল, শ্রাবণ মেঘের দিন ইত্যাদি।
- সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস- নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন।
- তার রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়"।
- জাহানারা ইমাম রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ- একাত্তরের দিনগুলি, বুকের ভেতর আগুন।
- ড. নীলিমা ইব্রাহীম রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ "আমি বীরাঙ্গনা বলছি"।

১৬. নীলিমা ইব্রাহীমের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম-

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. আমি বাঙালি বলছি
খ. আমি বীরাঙ্গনা বলছি
গ. বীরাঙ্গনার গাথা
ঘ. বাঙালি জীবনে রমণী **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নীলিমা ইব্রাহীমের বিখ্যাত গ্রন্থ হলো "আমি বীরাঙ্গনা বলছি"।
- এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৯৪ সালে এই মেলায় প্রকাশিত হয়।
- তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ- বিশ শতকের মেয়ে, যে অরণ্যে আলো নেই, বিন্দু বিসর্গ, বাংলার কবি মধুসূদন ইত্যাদি।
- তার লেখা ভ্রমণকাহিনী- শাহী এলাকার পথে পথে, বস্টনের পথে।
- তিনি বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা মহাপরিচালক ছিলেন।
- তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পদক, একুশে পদক এবং স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।
- আমি বাঙালি বলছি এবং বীরাঙ্গনার গাঁথা নামে কোনো গ্রন্থ নেই।
- 'বাঙালি জীবনে রমণী' গ্রন্থটির লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

১৭. নিচের কোনটি চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগান?

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. মলুয়া খ. দেওয়ানা আশিকানা
গ. চন্দ্রাবতী ঘ. পদ্মাবতী **উত্তর: ক,গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন পালা সংগ্রহ করেন। পালাগুলো 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।
- মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি পালা রয়েছে। যথা: মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দস্যু কেনারামের পালা, দেওয়ানা মদিনা, কাজলরেখা, কঙ্কা ও লীলা এবং রূপবতী।
- মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে।
- তিনি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-ও সংগ্রহ করেন।

১৮. মধ্যযুগে 'লায়লী মজনু' কাব্য কে অনুবাদ করেছিলেন?

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর
খ. আলাওল
গ. দৌলত উজীর বাহরাম খান
ঘ. সৈয়দ সুলতান **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'লায়লী মজনু' কাব্য অনুবাদ করেন দৌলত উজির বাহরাম খান।
- গ্রন্থটির মূল লেখক পারস্য কবি আব্দুর রহমান জামী।
- এর উৎস আরবি লোকগাঁথা।
- শাহ মুহম্মদ সগীর অনুবাদ করেন "ইউসুফ-জোলেখা" কাব্যগ্রন্থ। এটিও আব্দুর রহমান জামীর রচনা।
- মহাকবি আলাওল অনূদিত গ্রন্থ- পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর, সিকান্দারনামা, তোহপা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান।
- সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ', 'শব-ই-মিরাজ' 'রসুল বিজয়' শিরোনামে জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয়?

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
খ. রাইফেল রোটি আওরাত
গ. আগুনের পরশমনি
ঘ. জীবন আমার বোন **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি কাব্যনাট্য। এর রচয়িতা সৈয়দ শামসুল হক।
- কাব্যনাট্যটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনীর গ্রামে প্রবেশের ঘটনা অবলম্বনে এটি রচিত।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস হলো নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন।
- 'রাইফেল রোটি আওরাত' আনোয়ার পাশা রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- 'আগুনের পরশমণি' হুমায়ুন আহমেদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- 'জীবন আমার বোন' মাহমুদুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস- জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জলাঙ্গী, উপমহাদেশ, একটি কালো মেয়ের কথা, হাঙর নদী গ্রেনেড, শ্যামল ছায়া, আমার বন্ধু রাশেদ।

২০. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলনের সম্পাদকের নাম-*[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. আবদুল গাফফার চৌধুরী
খ. শামসুর রহমান
গ. মুনীর চৌধুরী
ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' শিরোনামে ১৯৫৩ সালে একটি সাহিত্য সংকলন রচিত হয়। এর সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান।
- 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংকলনটির সম্পাদকও তিনি।
- তার বিখ্যাত কাব্য 'বিমুখ প্রান্তর', 'যখন উদ্যত সঙ্গীন'।
- আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচনা করেন 'একুশের গান'- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ------।
- মুনীর চৌধুরী রচনা করেছেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম নাটক 'কবর'।
- শামসুর রাহমানের ভাষা আন্দোলন নিয়ে তেমন রচনা না থাকলেও পাকিস্তানের সকল ভাষা অভিন্ন রোমান হরফে লেখার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে লিখেন 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি।
- মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা তার কাব্য "বন্দী শিবির থেকে"।

২১. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত কবি-

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. রামপ্রসাদ সেন খ. রামনিধি গুপ্ত

গ. দাশরথি রায় ঘ. এন্টনি ফিরিঙ্গি **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত রামপ্রসাদ সেন।
- দ্বাদশ-এয়োদশ শতকে শাক্ত ধর্মের উদ্ভব ঘটে। শাক্ত পদাবলি শক্তি বিষয়ক গান।
- শাক্ত পদাবলি ধারার শ্রেষ্ঠকবি রামপ্রসাদ সেন। তার উপাধি 'কবি রঞ্জন'।
- তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক রামনিধি গুপ্ত।
- দাশরথি রায় ছিলেন পাঁচালী গানের জনপ্রিয় কবি।
- এন্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন একজন কবিয়াল। কবি গানের আদি কবি গুজলা গুই।

২২. নিচের কোন ব্যক্তি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না?*[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]*

ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

খ. কাজী আবদুল ওদুদ

গ. আবুল ফজল

ঘ. কাজী মোতাহের হোসেন **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত।
- অবহেলিত মুসলিম নারীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে তিনি "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" বা "মুসলিম নারী সমিতি" গঠন করেন।
- কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, কাজী মোতাহের হোসেন 'বুদ্ধির শক্তি' আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।
- 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রবক্তা 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬।
- ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা। এর স্লোগান ছিল "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"।

২৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কর্তার নাম-

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

খ. বসন্তকুমার সেন

গ. বসন্তকুমার দে

ঘ. বাসন্তী সেন **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
- তিনি ১৯০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিলা গ্রামের এক ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে কাব্যটি উদ্ধার করেন।
- কাব্যটির পূর্বনাম শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বভ। এর রচয়িতা বড়ই চন্ডীদাস।
- তিনি কাব্যটি প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- কাব্যটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই।
- এই কাব্যের খন্ড ১৩টি।

২৪. নিচের কোনটি তৎসম শব্দের উদাহরণ?

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. গিন্নী খ. ভাত

গ. হথ ঘ. পুত্র **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিচের তৎসম শব্দ হলো পুত্র।
- কিছু তৎসম শব্দ: পুত্র, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, গৃহিণী, ভক্ত, হস্ত ইত্যাদি।
- গিন্নী হলো অর্ধতৎসম শব্দ। এরূপ- বোষ্টম, কুচ্ছিত, জোছনা, ছেরাদ্দ গিন্নী ইত্যাদি।
- ভাত হলো তদ্ভব শব্দ। এরূপ- ভাত, হাত, হাতি, চোখ, মাথা, চাঁদ ইত্যাদি।

২৫. 'Preliminary' শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ-

[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (সহকারী তথ্য অফিসার)-২০২২]

ক. প্রেষণ খ. প্রারম্ভিক

গ. প্রকল্প ঘ. প্রায়োগিক **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Preliminary এর বাংলা পরিভাষা হলো প্রারম্ভিক।
- প্রেষণ এর পরিভাষা হলো Deputation।
- প্রকল্প এর পরিভাষা হলো Project।
- প্রায়োগিক এর পরিভাষা হলো Applied।

iddabari your success benchmark

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)-বাংলা

১. **'অনীক' শব্দের অর্থ কী?***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. সূর্য খ. সমুদ্র
গ. যুদ্ধক্ষেত্র ঘ. সৈনিক **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- অনীক শব্দটি সৈনিক শব্দের সমার্থক শব্দ।
- সূর্যের সমার্থক রবি, ভানু, ভাস্কর, আফতাব, আদিত্য।
- সমুদ্র শব্দের সমার্থক জলধি, সিন্ধু, রত্নাকর, বারিধি, পয়োধি, পারাবার।
- যুদ্ধক্ষেত্রের সমার্থক রণভূমি কুরুক্ষেত্র।

২. **'ক্ষীয়মাণ' এর বিপরীত শব্দ কী?***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. বৃহৎ খ. বর্ধিষ্ণু
গ. বর্ধমান ঘ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- ক্ষীয়মাণ শব্দের বিপরীত শব্দ বর্ধমান।
- বৃহৎ শব্দের বিপরীত শব্দ ক্ষুদ্র।
- বর্ধিষ্ণু শব্দের বিপরীত শব্দ 'ক্ষয়িষ্ণু'।
- বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এর বিপরীত শব্দ ক্ষয়প্রাপ্ত।

৩. **'Co-opted' এর পরিভাষা কোনটি?***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. সহযোজিত খ. যোজিত
গ. সংযোজিত ঘ. সংযুক্ত **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- Co-Opted এর বাংলা পরিভাষা হলো সহ-যোজিত।
- যোজিত হলো Join, add এর বাংলা পরিভাষা।
- সংযোজিত হলো Co-ordinate এবং সংযুক্ত হলো connected এর পরিভাষা।

৪. **'কারাগারের রোজনামচা'-***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. নাটক খ. কাব্য
গ. উপন্যাস ঘ. দিনলিপি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- 'কারাগারের রোজনামচা' বইটি মূলত একটি দিনলিপি যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রচিত গ্রন্থ সংকলন।
- এটি ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি থেকে বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়।
- বইটিতে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জেল-জীবনের কাহিনী স্থান পেয়েছে।
- বইটির নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা।

৫. **বাক্য সংকোচন করুন: 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি'-***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. মৃন্ময় খ. মেটেল
গ. চিন্ময় ঘ. মন্ময় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী এর এক কথায় প্রকাশ হবে 'মৃন্ময়'।
- চৈতন্যময় বা জ্ঞানময় এর এক কথায় প্রকাশ হবে চিন্ময়।

৬. **কোন বানানটি শুদ্ধ?***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. শশ্রুষা খ. শশ্রূষা
গ. সশ্রূষা ঘ. শুশ্রূষা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- সঠিক বানান 'শুশ্রূষা'।
- শুদ্ধ বানানটি হলো 'শুশ্রূষা'। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। শব্দটি বিশেষ্য পদ। যার অর্থ পরিচর্যা।

৭. **'Hand out' এর বাংলা পরিভাষা কি?***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. তথ্যপত্র খ. প্রচারপত্র
গ. হস্তলিখিত পত্র ঘ. জ্ঞাপনপত্র **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- Hand out এর বাংলা পরিভাষা জ্ঞাপনপত্র।
- তথ্যপত্র হলো Information Bill এর বাংলা পরিভাষা।
- প্রচার পত্র হলো Hand bill এর বাংলা পরিভাষা।
- হস্তলিখিত পত্র– Manuscript.

৮. **'বাতাস' শব্দের সমার্থক কোনটি?***[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. ভূধর খ. মহীধর
গ. গন্ধবহ ঘ. শিখা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- গন্ধবহ হলো বাতাসের সমার্থক শব্দ। বাতাসের আরও কিছু সমার্থক শব্দ হলো– অনিল, পবন, মরুৎ, প্রভঞ্জন, সমীরণ।
- ভূধর হলো পাহাড়ের সমার্থক শব্দ। এর আরও কিছু সমার্থক হলো আদ্রি, নগ, গিরি, অচল, শৈল, শৃঙ্গধর, শিখরী।

৯. **নিম্নের কোন বানানটি শুদ্ধ?**
[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]

ক. কল্যানীয়েসু খ. কল্যাণীয়েষু
গ. কল্যাণিয়েসু ঘ. কল্যাণিয়েসু **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- সঠিক বানান 'কল্যাণীয়েষু'।

Iddabari your success benchmark

- শুদ্ধ বানানটি হলো 'কল্যাণীয়েষু'। চিঠি, দলিল-দস্তাবেজে সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দে 'ষ' ব্যবহার হয়। যেমন– শুদ্ধাজ্ঞনাবেষু, কল্যাণবরেষু ইত্যাদি।
- সম্মানসূচক স্ত্রীবাচক শব্দের সম্বোধন 'ষ' হয় না। যেমন– কল্যাণীয়াসু, শ্রদ্ধাজনাবাসু ইত্যাদি।

১০. 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশের উদ্যোক্তা-*[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. বাংলা একাডেমী
খ. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
ঘ. দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাপিডিয়া হলো বাংলাভাষায় প্রকাশিত জাতীয় জ্ঞানকোষ।
- 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক।
- বাংলাপিডিয়া প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে।
- এর সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

১১. 'আ মরি বাংলা ভাষা'- এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?*[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. আশাবাদ খ. আবেগ
গ. আনুগত্য ঘ. আনন্দ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আ মরি বাংলা ভাষা' চরণে 'আ' দ্বারা আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে।
- উপরিউক্ত বাক্যে 'আ' অনন্বয়ী অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- অনন্বয়ী অব্যয় বাক্যের অন্যকোন পদের ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।
- অনন্বয়ী অব্যয়ে কিছু উদাহরণ–
  - মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ! (উচ্ছ্বাস)
  - আজ আমি আলবত যাব। (সম্মতি)
  - ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে। (সম্বোধন)

১২. কোন শব্দের নারীবাচক শব্দ হয় না?*[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. শিক্ষক খ. গুরু
গ. বাঘ ঘ. সভাপতি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপরে প্রত্যেক শব্দেরই নারীবাচক শব্দ আছে।
  শিক্ষক – শিক্ষীকা/শিক্ষয়িত্রী
  গুরু – গুর্বী
  বাঘ – বাঘিনী
- শুধু সভাপতি শব্দের সাধারণত কোন স্ত্রী বাচক শব্দ নেই। তবে বিশেষ নিয়মে একে নারীবাচক শব্দে রূপান্তর করা যায়।
  সভাপতি – সভানেত্রী।

১৩. নষ্ট হওয়া স্বভাব যার-*[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. অবিনশ্বর খ. নষ্টস্বভাব
গ. নশ্বর ঘ. বিনষ্ট **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নষ্ট হওয়া যার স্বভাব তাকে এক কথায় নশ্বর বলে।
- যা নষ্ট হয় না বা ধ্বংস হয় না অবিনশ্বর।
- নষ্ট হয়েছে যা– বিনষ্ট।

১৪. বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত রবীন্দ্ররচনা-*[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]*

ক. মুকুট খ. ছিন্নপত্র
গ. ভাঙারগান ঘ. রাজর্ষি **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর লেখা চিঠি সংকলন যা তার ভাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে উদ্দেশ্য করে ১৮৮৭-১৮৯৫ সালের মধ্যে লেখা যা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।
- মুকুট রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটক।
- রাজর্ষি ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত ত্রিপুরার রাজ পরিবার নিয়ে রচিত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।
- ভাঙার গান নজরুল কাব্যগ্রন্থ যা ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছর ১১ নভেম্বর নিষিদ্ধ হয়।

১৫. নিচের কোন শব্দটির কোন লিঙ্গান্তর হয় না?

[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০২২]

ক. ঢাকী খ. সেবিকা
গ. মালী ঘ. সুন্দর **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে লিঙ্গান্তর নিম্নরূপ–
  সেবক – সেবিকা
  মালী – মালিনী
  সুন্দর – সুন্দরী
- একমাত্র ঢাকী শব্দের কোন লিঙ্গান্তর হয় না। অর্থাৎ এটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ।
- লিঙ্গান্তর হয় না এমন কিছু নিত্য পুরুষভাচক শব্দ– কবিরাজ, কৃদতার, অকৃতদার।